ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৪৯২৭
জিরানীয়া, বিলোনীয়া, ধর্মনগর
সোনামুড়া, কৈলাসহর, ধলাই
উদয়পুর, তেলিয়ামুড়া, খোয়াই,
মোহনপুর, ২৬ জানুয়ারি, ২০২৬

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপিত

আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় রাজ্যের সমস্ত জেলা এবং মহকুমায় ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিগণ রাজ্যের শান্তি সম্প্রীতি বজায় রেখে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গঠনের জন্য আহ্বান জানান।

জিরানীয়া : জিরানীয়া মহকুমা ভিত্তিক ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের মূল অনুষ্ঠানটি হয় বীরেন্দ্রনগর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় মাঠে। এখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, সংবিধানের আদর্শকে সামনে রেখে দেশ ও রাজ্য উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও দূরদর্শিতার মধ্য দিয়ে রাজ্য আজ উন্নয়নের পথে চালিত হচ্ছে। তিনি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে উপস্থিত জনসাধারণের সম্মুখে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পরে মহকুমার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং সাংস্কৃতিক দলের দ্বারা মনোজ্ঞ দেশাত্মবোধক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান প্রীতম দেবনাথ, জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন রতন কুমার দাস, ভাইস চেয়ারপার্সন রীতা দাস, মহকুমা শাসক অনিমেশ ধর, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সুবীর কুমার প্রমুখ।

বিলোনীয়া : দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস পালনের মূল অনুষ্ঠানটি হয় বিলোনীয়ার বিদ্যাপীঠ মিনি স্টেডিয়ামে। সেখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন সমবায়মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, দেশ আজ শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, কৃষি, পর্যটন, প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ, মহাকাশ গবেষণা, শিল্পে প্রভূত অগ্রগতি হয়েছে। তিনি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে বলেন, জনকল্যাণমুখী বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের পাশাপাশি মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নে প্রচেষ্টা নিয়েছে বর্তমান সরকার। তিনি আরও বলেন, নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার কাজ করছে। আজকের এই বিশেষ দিনে সকলকে নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়া, বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্য সকলে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক স্বপ্না মজুমদার, বিধায়ক দীপঙ্কর সেন, বিধায়ক অশোক মিত্র, বিলোনীয়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিলচন্দ্র গোপ, দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি তপন দেবনাথ, জেলাশাসক মহ: সাজাদ পি প্রমুখ। আজকের এই অনুষ্ঠানে ১১টি প্ল্যাটুন প্যারেডে অংশগ্রহণ করে। জেলার ২৪ জন ব্যক্তিকে সংবর্ধিত করা হয়। শিল্পীদের দ্বারা পরিবেশিত হয় দেশাত্মবোধক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। তাছাড়াও এই দিবসটি উপলক্ষ্যে প্রভাতফেরি, বিলোনীয়া মহকুমা হাসপাতাল ও উপসংশোধনাগারের আবাসিকদের মধ্যে ফল ও মিষ্টি বিতরণ, অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক সম্মেলন, নেশামুক্ত ফুটবল ম্যাচ এবং সন্ধ্যায় শচীন দেববর্মণ অডিটোরিয়ামে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

ধর্মনগর : যথাযোগ্য মর্যাদায় আজ উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন করা হয়। উত্তর ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক মূল অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় বি.বি.আই. ময়দানে। সকাল ৯টায় সেখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা। তিনি ত্রিপুরা পুলিশ, টি.এস.আর., এস.পি.ও., এন.সি.সি., স্কাউট অ্যান্ড গাইডসের যৌথ বাহিনীর প্যারেড পরিদর্শন করেন এবং কুচকাওয়াজের অভিবাদন গ্রহণ করেন। প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ, ধর্মনগর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন মিতালি রাণী দাস সেন, উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক চাঁদনী চন্দ্রন, জেলা পুলিশ সুপার অবিনাশ রাই প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিল্পমন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা বলেন, সংবিধান আমাদের গণতন্ত্রের মেরুদন্ড। আমাদের রক্ষা কবচ। মানুষের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা করা সংবিধানের মূল উদ্দেশ্য। ভারতীয় সংবিধান আমাদের সমতা, স্বাধীনতা, ন্যায় ও ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষা দেয়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সবাই আইনের চোখে সমান। এটাই সংবিধানের সবচেয়ে শক্তি।

সোনামুড়া : সোনামুড়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের মাঠে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন উচ্চশিক্ষামন্ত্রী কিশোর বর্মন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, প্রজাতন্ত্র দিবস আমাদের সবার জীবনে এক ঐতিহাসিক মাইল ফলক। সংবিধান এ দেশের জনগণের বিভিন্ন ধরনের নাগরিক কর্তব্যগুলিকে রক্ষা করে। সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাসের নীতির উপর ভিত্তি করে আজ দেশ সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়নের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে রাজ্যেও সকল অংশের মানুষের কল্যাণে বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে। গত কয়েক বছরে সোনামুড়া মহকুমা এলাকায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, ক্রীড়া পরিকাঠামো ইত্যাদি উন্নয়নের লক্ষ্যে যে সমস্ত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে তা সমগ্র সোনামুড়া মহকুমায় এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। সোনামুড়া মহকুমা এলাকার নলছড়ের মধ্যে খুব শীঘ্রই নির্মাণ হতে চলেছে একটি মহিলা মহাবিদ্যালয়। অনুষ্ঠানে আরক্ষা বাহিনী এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করা হয়। কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করেন উচ্চশিক্ষামন্ত্রী। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীরা দেশাত্মবোধক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানে সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন সারদা চক্রবর্তী, ভাইস চেয়ারপার্সন শাহজাহান মিঞা, সোনামুড়া মহকুমার মহকুমা শাসক রাজু দেব এবং বিভিন্ন দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

কৈলাসহর : কৈলাসহরের রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের স্টেডিয়ামে আজ ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবসের মূল অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, রাজ্য সরকার জন উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই রাজ্যে ব্যাপক উন্নয়ন হচ্ছে। এর পাশাপাশি খেলাধুলার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে আধুনিক ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে একাধিক খেলার মাঠ নির্মাণ করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের পাশাপাশি সেলফ হেল্প গোষ্ঠীগুলির আর্থিক স্বনির্ভরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাপক হারে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। এরফলে গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী হচ্ছে এবং বহু পরিবার স্বনির্ভর হয়ে উঠেছে। রাজ্যের ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুফল সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ ভোগ করছেন।

অনুষ্ঠানে ক্রীড়ামন্ত্রী সম্মিলিত বাহিনীর কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন ও অভিবাদন গ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা, কৈলাসহর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়, ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক ড. তমাল মজুমদার, পুলিশ সুপার সুধাম্বিকা আর., কৈলাসহর মহকুমার মহকুমা শাসক বিপুল দাস প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও পরিবেশিত হয়।

ধলাই : যথাযোগ্য মর্যাদায় ধলাই জেলার সদর আমবাসায়ও ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন করা হয়েছে। মূল অনুষ্ঠানটি হয় আমবাসার দশমীঘাট মাঠে। সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন মৎস্যমন্ত্রী সুধাংশু দাস। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে সমস্ত বীর সেনানী আত্মবলিদান দিয়েছেন তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারত আজ মাথা উঁচু করে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। রাজ্যেও প্রতিটি অংশের মানুষের সামগ্রিক বিকাশে এবং রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে কাজ চলেছে। উন্নয়নের প্রশ্নে সকল অংশের মানুষকে তিনি রাজ্য সরকারের পাশে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান। মৎস্যমন্ত্রী সম্মিলিত বাহিনীর কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করেন। এবছর প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য ৮৭ জনকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ধলাই জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুস্মিতা দাস, জেলাশাসক বিবেক এইচ. বি., জেলার পুলিশ সুপার মিহিরলাল দাস, এবং বিভিন্ন দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

উদয়পুর: গোমতী জেলাভিত্তিক প্রজাতন্ত্র দিবস পালনের মূল অনুষ্ঠানটি হয় উদয়পুর কে.বি.আই. স্কুল প্রাঙ্গনে। সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। পতাকা উত্তোলনের পর তিনি বিভিন্ন বাহিনীর সুসজ্জিত কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন এবং অভিবাদন গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী প্রজাতন্ত্র দিবসের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, প্রজাতন্ত্র দিবস কেবল একটি দিবস নয়—এটি আমাদের গণতন্ত্র, সংবিধান ও জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রতীক। তিনি দেশের সংবিধানের মর্যাদা রক্ষা ও অখণ্ডতা বজায় রাখার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং একই সঙ্গে দেশ ও রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের রূপরেখা তুলে ধরেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায়, বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি সুজন কুমার সেন, উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শীতল চন্দ্র মজুমদার, গোমতী জেলার জেলাশাসক রিঙ্কু ল্যাথার, গোমতী জেলার পুলিশ সুপার ডা. কিরণ কুমার কে সহ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। মূল অনুষ্ঠানের পর শুরু হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পাশাপাশি জুডো প্রদর্শনী ও ডগ শো দর্শকদের বিশেষ আকর্ষণ হয়ে উঠে। প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে সাফাই অভিযান, জেলা ও মহকুমা হাসপাতাল, আমতলী 'আলোর দিশারী',এবং খিলপাড়া অনাথ আশ্রমের আবাসিকদের মধ্যে ফল ও মিষ্টি বিতরণ করাহয়। সকালে উদয়পুর মহকুমা শাসক কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিধায়ক অভিষেক দেবরায়।

একই সঙ্গে জেলার বিভিন্ন সরকারি দপ্তরেও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়। অপরদিকে মাতাবাড়ি, কাঁকড়াবন, টেপানিয়া ও কিল্লা ব্লকেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপিত হয়। সন্ধ্যায় উদয়পুর রাজর্ষি হলে আয়োজন করা হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের।

তেলিয়ামুড়া : তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ তেলিয়ামুড়ার দশমীঘাটস্থিত ভগৎ সিং মিনি স্টেডিয়ামে মহকুমা ভিত্তিক ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ত্রিপুরা বিধানসভার সরকারি মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়। পতাকা উত্তোলনের পর তিনি ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলসের ১২ ব্যাটালিয়ন, ত্রিপুরা পুলিশ, এনসিসি এবং স্কাউট ও গাইডসের বয়েজ ও গার্লস দলের কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন ও অভিবাদন গ্রহণ করেন।

এরপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রীমতী কল্যাণী সাহা রায় প্রজাতন্ত্র দিবসের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরে বলেন, আমাদের সংবিধানই গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি, যা নাগরিক অধিকার ও সমতার নিশ্চয়তা দেয়। সংবিধানের আদর্শ অনুসরণ করেই একটি শক্তিশালী, ঐক্যবদ্ধ ও উন্নত ভারত গড়ে তোলা সম্ভব। অনুষ্ঠানে তেলিয়ামুড়া মহকুমার স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রয়াত মহেন্দ্র ভৌমিকের স্ত্রী হিমানী ভৌমিককে শাল ও উত্তরীয় প্রদান করে সংবর্ধনা জানানো হয়। প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদ বনাম তেলিয়ামুড়া প্রেস ক্লাবের মধ্যে আয়োজিত ভলিবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদ দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন অতিথিরা। এছাড়াও অনুষ্ঠানে তেলিয়ামুড়া শহরের বিভিন্ন বিদ্যালয় ও সঙ্গীত-নৃত্য সংস্থার শিল্পীদের পরিবেশনায় দেশাত্মবোধক সঙ্গীত, নৃত্য ও মনোমুগ্ধকর জনজাতি নৃত্য পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জিলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি সত্যেন্দ্র চন্দ্র দাস, তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন রূপক সরকার, ভাইস চেয়ারম্যান মধুসূদন রায় সহ পুর পরিষদের কাউন্সিলরবৃন্দ। অনুষ্ঠান শেষে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদের মধ্যে ফল ও মিষ্টি বিতরণ করেন অতিথিগণ।

খোয়াই : আজ খোয়াই বিমান বন্দর মাঠে খোয়াই জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ৭৭ তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপিত হয়। আজ আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। তিনি অভিবাদন ও কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করে আরক্ষা বাহিনীর কর্মীবৃন্দ, এনসিসি ক্যাডেট এবং স্কাউস ও গাইডসদের অভিবাদন জানান এবং কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করেন। জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার ত্রিপুরাবাসীর আর্থসামাজিক জীবন মানোন্নয়নে আন্তরিকভাবে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

জনজাতি এবং সমস্ত ত্রিপুরাবাসীর উন্নয়নকল্পে রাজ্য সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রচুর উন্নয়নমূলক কাজ করে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও আরও জনকল্যাণমুখী উন্নয়নমূলক কাজের প্রকল্প হাতে নিয়েছে। সমাজের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত যাতে সরকারি সমস্ত সুবিধা সহজভাবে পেতে পারে সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে কাজ করা হচ্ছে। অনুষ্ঠানে খোয়াই জেলার জেলাশাসক রজত পন্থ, জেলা পুলিশ সুপার রানাদিত্য দাশ সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন জনজাতি সম্প্রদায়ের সমাজপতিগন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা দেশাত্মবোধক সংগীত নৃত্য পরিবেশন করে। তাছাড়া দুর্যোগ মোকাবেলা নিয়ন্ত্রক দপ্তরের পক্ষ থেকে ছিল বিশেষ দুর্যোগ মোকাবেলা মহড়া প্রদর্শন। সন্ধ্যায় খোয়াই টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয় দেশাত্মবোধক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের শেষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। তার আগে সকালে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রভাতফেরি ও শোভাযাত্রা নিয়ে খোয়াই শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

মোহনপুর : রাজ্যের অন্যান্য মহকুমার সাথে মোহনপুরেও ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন করা হয়েছে। মোহনপুর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় মাঠে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা। তিনি প্রজাতন্ত্র দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন অনিতা দেবনাথ, মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রাকেশ দেব, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সদস্য জয়লাল দাস, মোহনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক সজল দেবনাথ, অতিরিক্ত মহকুমা শাসক ধৃতিশেখর রায়, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সব্যসাচী দেবনাথ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

****